RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume V, No. 2, October, 2020, pp. 47-61.

লোকমাধ্যম হিসেবে নদীয়া জেলার মেলাঃ একটি পর্যালোচনা

Asim Kumar Mandal
Assistant Professor,
Department of History,
Lalgola College, Lalgola,
Murshidabad, West Bengal, India.
asimhistory@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structure Abstract)

উদ্দেশ্য (Purpose): বাঙালী সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ মেলা। এই 'মেলা' শব্দটির সঙ্গে শহর-নগর-গ্রাম-জনপদের আবাল- বৃদ্ধ-বনিতার সম্পর্ক অতি নিবিড়। বাংলা তথা নদীয়া জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে মেলাকে কেন্দ্র করে লোকসাহিত্যরস প্রচারিত হয় সেই বহুকাল আগে থেকেই। মেলায় শিল্পী ও জনতার গভীর যোগাযোগের ফলে মেলা হয়ে ওঠে গ্রামীণ অধিকাংশ নিরক্ষর জনসমাজের কাছে বিশেষ লোকমাধ্যম। আর এই লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা আজও নদীয়ার বাঙালী অধ্যুষিত জনপদে জনপদে তার গৌরবময় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পদ্ধতি / প্রকরণ (Methodology): এই প্রবন্ধের জন্য প্রাথমিক উপাদান ও দ্বৈতয়িক উপাদান দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু মেলা, তাই ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি দ্বৈতয়িক উপাদান হিসেবে বিভিন্ন বইপত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

উপপদ (Findings): বাংলা ও বাঙালীর লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক মেলা। মেলার মাধ্যমেই মেলার লোকসম্পদ বিস্তীর্ণ জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হতে পারে। তাই লোকমাধ্যম হিসেবে মেলা গ্রামীণ জনতার কাছে তার গুরুতকে সার্বিকভাবে তুলে ধরতে পারে।

মৌলিকতা / মূল্য (Originality/Value): একবিংশ শতকে এসেও শহর-গ্রামের আপামোর মানুষের কাছে মেলার গুরুত্ব কমেনি। বর্তমানকালে আধুনিক শিল্প মাধ্যমের আবহেও মেলা লোকমাধ্যম হিসেবে তার মূল্যকে ধরে রেখেছে।

সূচক শব্দার্থ (Keywords): জনতা, লোকমাধ্যম, সমাবেশ, মঞ্চ, কীর্তন।

প্রবন্ধটির ধরন (Type of Paper): বিশ্লেষণমূলক (Analytical)।

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা (Introduction)

মেলা বাঙালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বিভিন্ন উৎসবকেন্দ্রিক অসংখ্য মেলার সূত্রে শিল্পী ও লোককবিরা গ্রামের আপামোর সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষকে সাহিত্যরস, ধর্ম-শিক্ষা এবং নানারকম বার্তা দিয়ে এসেছে আবহমানকাল থেকে। মেলা তাই আজও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সময়ে বাংলা তথা নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত পল্লীর দ্বারে দ্বারে আনন্দের স্রোতকে অবিচলিত রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

সাহিত্যগত নিরীক্ষণ (Literature Review)

গ্রামীণ জনপদে মেলা লোকমাধ্যম হিসেবে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করে। একেবারে নতুন বিষয় হিসেবে এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে যে নিরীক্ষণ, সেখানে অশোক মিত্র সম্পাদিত ‘পশ্চিমবঙ্গের পুজা-পার্বণ ও মেলা’ ৫টি খণ্ডের নিরীক্ষণে লোকমাধ্যম মেলার উল্লেখ মেলেনি। ডঃ সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত ‘মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে বাংলার আঞ্চলিক লোকউৎসব ও ব্রত-পার্বণের কথা থাকলেও মেলার প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত থেকে গেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত ‘বাংলার লোকসংস্কৃতি’ গ্রন্থে মেলা ও উৎসব নিয়ে আলোকপাত করা হলেও

লোকমাধ্যম রূপে মেলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়নি। এর পাশাপাশি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, কুমুদনাথ মল্লিক সম্পাদিত ‘নদীয়া কাহিনী’, বিনয় ঘোষের ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ প্রভৃতি বই-পুস্তকগুলিতেও লোকমাধ্যম হিসেবে মেলার যে বহুবিধ ভূমিকা আছে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এই বই-পুস্তকগুলিতে মেলা নিয়ে কোন গবেষণাধর্মী কাজের দিশা না মেলায় নদীয়া জেলার লোকমাধ্যম হিসেবে মেলার সেই অনালোকিত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objectives)

যেকোন গবেষণার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর লক্ষ্য সাধিত হয়। এক্ষেত্রেও এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটি কিছু উদ্দেশ্য সাধন করবে।

১) বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চা এবং ইতিহাস জানতে মেলার গ্রহণযোগ্যতা বুঝতে সাহায্য করবে।

২) বাঙালী সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ মেলার গুরুত্ব গ্রামীণ অশিক্ষিত জনসমাজের কাছে উদ্ঘাটিত হবে।

৩) সর্বোপরি নদীয়ার লোকমাধ্যম মেলা নিয়ে এই গবেষণা নিশ্চিতভাবে ইতিহাসের প্রাক-অগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীর উপকারে আসবে এবং ভবিষ্যতে মেলা সম্পর্কিত বৃহত্তর 'জাতীয় স্তরের' গবেষণায় পথ দেখাবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

এই প্রবন্ধের জন্য প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পাশাপাশি পাঠাগার ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য বিশেষভাবে দ্বৈতয়িক উপাদানের উপর নির্ভর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অসংখ্য বই-পুস্তক, ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, সাময়িক পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই প্রবন্ধ রচনার জন্য Logical Analysis পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ (Analysis)

দেশীয় সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ স্বরূপ মেলা আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই জনপ্রিয়। বাংলা তথা বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে লোকমাধ্যম হিসেবে গ্রামীণ মেলার একটি গভীর তাৎপর্য আছে। মেলার মধ্য দিয়ে আজও পল্লী গ্রামীণ এলাকার মানুষরা লোকশিক্ষা ও অনন্ত আনন্দ লাভ করে। শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই আনন্দকে প্রচার করে বিভিন্ন লোক কবি, শিল্পী, গায়ক ও কথকেরা।[১] অখ্যাত ও নিরক্ষর লোককবিরা তাই মেলা উৎসবকে মাধ্যম

করেই পল্লী জনপদের জনতার কাছে তাদের অফুরন্ত লোকরস ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। তাই মেলা হল সমাজের যুগবাহিত প্রাচীন লোকমাধ্যম, যার মাধ্যমে একবিংশ শতকে এসেও নদীয়ার বাঙালী গ্রাম্য জনপদ থেকে জনপদে লোকরস সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ছে।[২]

মেলা, উৎসব ও পল্লীর আসর সমাবেশের মাধ্যমে লোককবি ও জনতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আর যোগাযোগের মধ্য দিয়েই লোকশিল্পীর সাথে জনতার একটি মানসিক ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু এ কথা তো মেনে নিতে বাধা নেই যে, মেলার সূত্রেই শিল্পীর কল্পনা, শিল্প ভাবনা এবং নির্মাণ কৌশল জনতার ভাবনা ও রসবোধের মধ্যে ঢুকে সার্থক করে তোলে, তাই মেলার মাধ্যমে শিল্পী ও জনতার সাক্ষাৎ যোগাযোগে লোকসাহিত্যের প্রচার সুসম্পন্ন হয়। আজ সর্বত্রই বিবর্তনের ধারায় ও সময়ের ভারে মেলার চেহারায় নব্য ভাবনার রং ও আধুনিকতার প্রলেপ পড়েছে ঠিকই, তবু পাশাপাশি আজও মেলাই প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্মৃতি সম্পদের সঙ্গে আপামোর গ্রাম্য জনমনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়।[৩]

নদীয়া জেলা একটি গ্রামীণ জনপদ এবং এই জেলার ঐতিহ্য পরম্পরাও বহু পুরনো। পুরনো দিনের মতই এই জেলার গ্রামে গ্রামে বাৎসরিক মেলাকে ঘিরে জড়ো হয় কত রকম লোককবি, শিল্পী ও গায়ক, কথক যারা পল্লী সাহিত্য শিল্প সম্পদের প্রচারক। বিশেষ করে

দুটি বিষয় কেন্দ্র করে এই লোকমাধ্যম মেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তা হল---১.যোগাযোগ (Communication) এবং ২.মাধ্যম (Media)।

যোগাযোগঃ লোকমাধ্যম হিসেবে 'যোগাযোগ' ও মাধ্যম শব্দ দুটির তাৎপর্য গভীর। এই শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। আদিম বন্য মানুষরা এই ভাষা সৃষ্টির আগে শব্দ, ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র, ভাব ব্যঞ্জনা ও নানা সংকেতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তাই ভাষা সৃষ্টির আগে এই শব্দ ও ধ্বনিই ছিল যোগাযোগের প্রথম ধাপ বা সোপান, এরপর সৃষ্টি হয়েছে ভাষা। তাই বলা যায় ভাষা হল যোগাযোগের সরল মাধ্যম। আবার অনেকের মতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা হল একটি মৌলিক যন্ত্র স্বরূপ- '.........The basic tool of communication is language......'[৪]. Communication (যোগাযোগ) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'cmmunis' থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হল সাধারণ বা 'common'[৫]। এডুইন এমারি এই যোগাযোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর 'Introduction of Mass Communication' গ্রন্থে বলেছেন, '........Simply defind, communication is the art of transmitting information ideas, and attitudes from one person to another......'[৬] আবার একথাও বলতে পারি যোগাযোগ হল একটি সামাজিক পন্থা (Communication is a Social Process)।

এটা সত্য যে, মানুষের ধর্মই হল সে সর্বক্ষণই নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কেননা-নিজেকে বা নিজের হৃদয়কে অপরের কাছে প্রকাশ করাই হল মানুষের ধর্ম। তাই থিওডোর পিটারসন তাঁর 'The Mass Media and Modern Society' গ্রন্থে যোগাযোগ ও মাধ্যম এই শব্দ দুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে[৭], মানুষের মুখের ভাষা ও উন্মীলিত চোখের পাতাই হল যোগাযোগের ক্ষেত্রে জন মাধ্যমের স্বাভাবিক ও সহজ সূত্র। মানুষের জীবিকার প্রয়োজনে ও মানসিক উৎকর্ষতার জন্য মানুষের একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ স্থাপন তাই অপরিহার্য। তাই আরও স্পষ্ট করে বলা ভাল যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সেই সুদূর অতীতকাল থেকে মানব সমাজ কেবলমাত্র বহমানই থেকেছে তা নয়, যোগাযোগের মাধ্যমেই মানব সমাজের মূল অস্তিত্ব বজায় রয়েছে আজও। লোকমাধ্যম হিসেবে মেলার 'যোগাযোগ' এর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন শিল্পী, গায়ক, কথক কেউ যখন মেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের সামনে সুরেলা গান পরিবেশন করেন, তখন শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। আবার কোন শিল্পীর গান যখন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে অসংখ্য শ্রোতার নিকট পৌছায় তখন তাদের মধ্যে পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। পল্লী জীবনের গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে বর্তমানকালের যন্ত্র মাধ্যমের এই পরোক্ষ যোগাযোগ কতটা প্রভাবিত করে তা ভেবে দেখার অবকাশ থেকেই যায়।

তাই ইত্যবসরে বলা সঙ্গত যে, যে কোন যোগাযোগের উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে ওঠে পরস্পরের 'দেওয়া' ও 'নেওয়ার' মধ্য দিয়ে।[৮]

মাধ্যমঃ ইংরেজি 'Medium' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Medius' থেকে। 'মিডিয়া' হল ইংরেজি মিডিয়াম শব্দের বহুবচনের রূপ।[৯] বাংলায় যার অর্থ মাধ্যম। এই মাধ্যম বলতে আমরা বুঝি নির্ভরতা। যা এক অর্থে অবলম্বন। সুতরাং মাধ্যম, নির্ভরতা ও অবলম্বন তিনটি শব্দই একে অপরের পরিপূরক। এই মিডিয়া শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে ফাঙ্ক এন্ড ওয়াগন্যালস বলেছেন, '......Anything that acts or serves intermediately, a secondary or Proximate agengy by or through which a primary agent acts or moves; a Chanuel; an intervening instrumentality:...'[১০] । একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। প্রভাতী সংবাদপত্রকে অবলম্বন বা নির্ভর করেই খবর প্রচারিত হয়। এখানে ঐ প্রভাতী পত্র বা কাগজটা হল সংবাদ বা খবরের মাধ্যম। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল এই মাধ্যম। বহু প্রাচীনকালের পরম্পরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-উৎকর্ষতার প্রয়োজনেই মাধ্যমের পথ বা আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমের আঙ্গিক হিসেবে সে মুখের ভাষাকেই বেছে নিয়েছে।

ফলে শুরু হয়েছে মৌখিক মাধ্যম (oral media in Communication)।

আসলে মেলা অতি পরিচিত একটি শব্দ, যার সূচনা বহুকাল আগে। আর সেই সময় থেকেই গ্রাম বাংলার লোককবি বা চারণ কবিরা পথে প্রান্তরে, মেলা ও উৎসবে মুখে মুখে গান গেয়ে, ছড়া বলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। আর এভাবেই মুখের ভাষা থেকে লিপি ও অক্ষর আবিষ্কার করেছে মানুষ। আর এর সাথেই রং, রূপ ও রেখা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছে শিল্প-সুষমা। আর এভাবেই ধীরে ধীরে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং মানুষের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে প্রাচীন পথ বা আঙ্গিকগুলিকে ভেঙে ফেলে কালক্রমে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক মাধ্যমের প্রবর্তন হয়েছে।[১১] একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এই ‘লোক’ শব্দটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা নিবিড় যোগ আছে। সাধারণত তারা পল্লীর গ্রামীণ জনপদে, মাঠে, বনাঞ্চলে, নদী তীরবর্তী এলাকায়, বস্তি বা কুটিরে বসবাস করে। কৃষিকর্ম যাদের জীবন ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মাঠ, ঘাট, হাল-লাঙল, গবাদি পশু, জমি-মাটি, ফসল, শস্য প্রভৃতিকে অবলম্বন করে এদের জীবিকা নির্বাহিত হয়। পল্লী অঞ্চলের কৃষক, শ্রমিক, মজুর, বিভিন্ন পেশার মানুষরা এই সব সাধারণ শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায় লোকমাধ্যম হল গ্রামীণ পল্লীর সেই সব অশিক্ষিত, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের মাধ্যম। তাই

লোকমাধ্যম এই মেলার মাধ্যমে প্রচারিত শিল্প রস-সম্পদ পল্লীর জনমনের কাছে আজও গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত।[১২] মেলার মাধ্যমে লোকসাহিত্যের রস সম্পদের ভাণ্ডার সর্বক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। গ্রাম-পল্লীর জনগণের কাছে মেলা প্রাচীন লোকমাধ্যমের একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এবং আজও সেই ধারা অব্যাহত।[১৩]

যেকোন মেলার উপাদান হল শিল্পী, গায়ক, কথক, লোককবি, জনতা এবং জনমন্ডলী। তাই এইসব বিভিন্ন শিল্পী ও লোককবিরা হল মেলার প্রচারকারী। এই প্রচারের মাধ্যমেই গ্রাম্য-নিরক্ষর মানুষের সাথে তাদের যোগাযোগ ঘটে।[১৪] নিশ্চিতভাবেই মেলার মধ্য দিয়েই রামায়ণ-মহাভারত, কথকতা, ছড়া, গান, ভাগবত কথা, লোকনৃত্য, কবিগান, লোকগান, পুতুলনাচ, যাত্রাপালা প্রভৃতি পুরনো লোকমাধ্যমের সাহায্যে পল্লীর জনমনে নানারকম লোকশিক্ষা প্রচার এবং দান করা হয়। সুতরাং উভয়ের পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগাযোগের সেতু নির্মিত হয় মেলার মাধ্যমে।[১৫] কোন শিল্পীমন তাঁর মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য নানারকম পথ খোঁজে। কখনো ভাষায়, ইঙ্গিতে, আবার কখনো সংকেত বা ইশারায় বা প্রতীক চিহ্ন দিয়েও তাঁর মনের ভাবকে শিল্প সম্মত উপায়ে ব্যাক্ত করার চেষ্টা করে। কোন মেলায় বাউলের একতারা সম্বলিত নৃত্য, মেলার গাজন নৃত্য, মুখোশ

নৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিল্পী জনতার মনে গভীর আবেদন তৈরি করে। এখানে নিশ্চিত ভাবেই শিল্পী জনমন্ডলীর মুখোমুখি হয়। উভয়ের এই ‘যোগাযোগই’ হল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর এই যোগাযোগ সম্ভব হয় মেলার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ বোস উল্লেখ করেছেন, ‘......both the communicator and the communicanl stood on the same platform....’[১৬]। সত্যি বলতে এই সব গান-সুরের মর্মবাণী না বুঝেও তাদের সঙ্গে জনতার মন একাত্ম হয়ে যায়। সুতরাং মেলার মঞ্চে লোকশিল্পী ও জনতার মধ্যে গভীর যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি হয়।[১৭] যেকোন মেলার আঙ্গিক হল সেই মেলার নানা রকম সংস্কার, গান ও সমাবেশ।[১৮] সুতরাং গ্রাম-গঞ্জে মেলার এই যে ক্রিয়াচার ও আঙ্গিক তা পল্লী জনমন্ডলীর মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ধারা অব্যাহত রাখে এবং লোকমাধ্যম হিসেবে মেলাকে আরও জনতার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। শ্যাম পারমার তাঁর ‘Traditional Folk Media in India’ গ্রন্থে মেলা-উৎসব প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘Fair and Festivals continue to share the persistance of common elements which they have derived from the past.’[১৯]

উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে একথা বলতেই হয় যে, মেলা শুধু পল্লী মানুষের কাছে লোকমাধ্যম হিসেবে কাজ করে তাই নয়, বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিত

সমাজেও মেলার প্রভাব সমান ভাবেই বিদ্যমান। বাঙালী সংস্কৃতির বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ মেলা বাংলার সর্বত্র শহর-নগর ও গ্রাম-গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র মেলায়ই সর্ব, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মহামিলন সম্ভব হয়। আর আবহমান কলা থেকে মেলায় যে সব লোকসাহিত্য প্রচার হয়ে এসেছে, একবিংশ শতকেও তা অব্যাহত আছে। তবে বলতে ইচ্ছে হয়, বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জনমাধ্যমের দ্বারা বাংলার মেলা শিল্প সম্পদকে যদি আরও বৃহত্তর সমাজের নিকট তুলে ধরা যায় তবে মেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধারাটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে। আশার কথা এই যে, বর্তমান সময়ে বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতি বিজ্ঞান ভিত্তিক জন মাধ্যমের দ্বারা মেলার গ্রাম্য সেই কাব্য, শিল্প, সম্পদ, রসালো সাহিত্য বৃহত্তর লোকসমাজে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচারলাভের সুযোগ পাচ্ছে।

সূত্র নির্দেশ

1. মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতকুমার, (১৯৯৭), মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য, কলকাতা, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিমিটেড, পৃঃ ১১৪।
2. তদেব, পৃঃ ১১৫।

3. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, (২০১৮), লোক দেবতা ও উৎসবঃ নানা প্রসঙ্গ, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পৃঃ ৬৯।
4. Steinberg, S, Charles, (1972), Mass Media and Communication, New York, Hastings House, P-4.
5. Bose, Narayan, (1968), Process of Communication, Varanasi, Amitabha Prakashan, P-5.
6. Ault, Edwin Emery, Philip, H. and Agee, K. Worren, (1966), Introduction to Mass Communication, New York, Dodd Mead, P-3.
7. Piterson, Theodore, (1965), The Mass Media and Modern Society, New York, Holt Rinehart, P-14.
8. ঘোষ, প্রদীপ, (২০০৩), জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ নদীয়া, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পৃঃ ৪৮।
9. Onions, C. T., (1944), The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Oxford, P-1227.
10. Funk & Wagnalls, (1955), New Standard Dictionary of the English Language, New York, P-1542.

11. মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতকুমার, (১৯৯৭), মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য, কলকাতা, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিমিটেড, পৃঃ ১২২।

12. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (১৩৬৩), লোকায়ত দর্শন, কলকাতা, পৃঃ ১১৬।

13. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (১৯৭৩), বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খন্ড), দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃঃ ২২৮।

14. মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতকুমার, (১৯৯৭), মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য, কলকাতা, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিমিটেড, পৃঃ ১২৪।

15. তদেব, পৃঃ ১২৫।

16. Bose, Narayan, (1968), Process of Communication, Varanasi, Amitabha Prakashan, P-13.

17. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (২০০৫) বাংলার লোকসাহিত্য, দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ১২৬।

18. দাস, ডঃ রামরঞ্জন, (২০০৮), পশ্চিমবঙ্গের দেবদেউল, পুরাকীর্তি ও লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, এডুকেশন ফোরাম, পৃঃ ৯৮।

19. Parmer, Shyam, (1975) Traditional Folk Media in India, New Delhi, Geka Books, P-(Title page)।